শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
সারসংক্ষেপ

Resilient Infrastructure for Adaptation & Vulnerability Reduction (RIVER) প্রকল্পের জন্য শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Labour Management Procedure, LMP/এলএমপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় শ্রম আইন, বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২ (শ্রমিক ও কর্মপরিবেশ) এবং এ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা(Guidance Note)'র আলোকে এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে।স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যেই এই বিষয়টি প্রণীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক নিয়োগের কারনে সম্ভাব্য যে সকল ঝুঁকি ও প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে এলএমপি তা নিরূপন করে থাকে। আর এসব সমস্যার সমাধানে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ডসমুহ এবং বাংলাদেশের শ্রম আইন, নীতিমালা এবং প্রবিধান অনুযায়ী এলএমপিতে যথাযথ প্রশমন/প্রতিকার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিক (সরাসরি নিয়োগকৃত এবং চুক্তিবদ্ধ), তাদের সম্ভাব্য সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি যেমন: অতিরিক্ত কাজের বোঝা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়াদি, স্থানীয় জনগণের সম্ভাব্য ঝুঁকি, সুবিধাবঞ্চিত ও সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকিতে থাকা (দুর্বল) জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প সুবিধা ও অংশগ্রহণের বাইরে রাখা, শিশু শ্রম/জবরদস্তি মূলক শ্রম/পাচারকৃত মানব শ্রম/ সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী এবং কোভিড-১৯ কালীন সময়ে কর্মরত থাকায় সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি- এমন সব বিষয়াদির মূল্যায়ন এই এলএমপিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রকল্পের আকার, সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও এর প্রভাব, উল্লিখিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরসনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মধ্যম পর্যায়ের বলে নিরূপন করা হয়েছে। এসকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ও বাধ্যবাধকতার শর্ত পূরণে পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডের বিধানসমূহ, শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ এবং ২০১৮ –এর সংশোধনী সহ), জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০, কোভিড ১৯ নিয়ন্ত্রনে সরকারী ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলী, ইত্যাদি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে চাকুরীর শর্তাবলী, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়সমূহ এবং শিশু ও জবরদস্তি মূলক শ্রম ইত্যাদি বিষয়সমূহে এই এলএমপিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। চাকুরীর শর্তাবলী, আচরণবিধি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্তকাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার যারা শ্রমিক নিয়োগ করবেন তাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে এলজিইডি এবং দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগকালে এলএমপির আবশ্যিক শর্তাবলী এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ও পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২-এ উল্লেখিত অন্য প্রয়োজনসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কিনা তা সমন্বয় ও তদারক করবে।

প্রকল্প এলাকায় অধিকসংখ্যায় শ্রমিক আগমনের সম্ভাবনা কম হলেও শ্রমিক সংশ্লিষ্ট যৌন শোষণ, নির্যাতন বা হয়রানির মতো জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) সংঘটনের ঝুঁকি যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে। এই এলএমপি'তে শ্রমিকদের জন্য একটি অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা (Grievance Redress Mechanism, GRM) প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঠিকাদার বা পরামর্শক কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন ব্যক্তির সম্ভাব্য অসন্তুষ্টি/সংক্ষুব্ধতা অথবা উদ্বেগের বিষয়গুলো উত্থাপিত হতে পারে।প্রকল্পের এই অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া যৌন শোষণ, নির্যাতন বা হয়রানির মত অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে।এই প্রক্রিয়ার আওতায় শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিযোগ দায়ের ও নিরসন পদ্ধতি, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন (ও অন্যান্য প্রকার) হয়রানির মত অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।